রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৩/১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৬৮ নং আইন

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১৬ক) "প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর," শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(খখ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(খ) দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ), (চ) ও (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) রেজিস্ট্রার;

(চ) ইনস্টিটিউটের পরিচালক;

(ছ) বিভাগীয় চেয়ারম্যান;";

(গ) দফা (ঢ) তে উল্লিখিত "পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস)" শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) ভাইস-চ্যান্সেলর পদ শূন্য হইলে কিংবা ছুটি, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত পদে নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ভাইস-চ্যান্সেলর পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চ্যান্সেলরের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকা সাপেক্ষে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

৬। **২০০৬ সনের ৪৬নং আইনের নূতন ধারা ১১ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১১ক। প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ।—(১) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর চার বৎসর মেয়াদের জন্য চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর একাডেমিক বিষয়াবলী, ভাইস-চ্যান্সেলরের অবর্তমানে তিনি দৈনন্দিন দায়িত্ব বা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন, সংবিধি ও বিধানাবলী বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর চ্যান্সেলরের সন্তোষানুযায়ী স্বপদে বহাল থাকিবেন।

(৪) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এর পদ শূন্য হইলে কিংবা ছুটি, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত পদে নবনিযুক্ত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চ্যান্সেলরের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকা সাপেক্ষে ট্রেজারার প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এর দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। **২০০৬ সনের ৪৬নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) চ্যান্সেলর, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চার বৎসর মেয়াদের জন্য একজন পূর্ণকালীন ট্রেজারার নিযুক্ত করিবেন।"।

৮। **২০০৬ সনের ৪৬নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (চ) তে উল্লিখিত "পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস)" শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ছ) তে উল্লিখিত "বাছাই বোর্ড" শব্দগুলির পরিবর্তে "সিলেকশন বোর্ড" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (জ) তে উল্লিখিত "এণ্ড রিসার্চ" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৯। **২০০৬ সনের ৪৬নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(খ) দফা (জ) তে উল্লিখিত 'দুইজন ডিন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'একজন ডিন ও একজন প্রভোস্ট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঝ) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঞ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকগণের মধ্য হইতে একজন করিয়া মোট চারজন প্রতিনিধি";

(ঙ) দফা (ট) তে উল্লিখিত 'সদস্য-সচিব' শব্দ ও চিহ্নের পরিবর্তে 'সচিব' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঝ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহযোগী অধ্যাপক;";

(খ) দফা (ণ) তে উল্লিখিত 'সদস্য-সচিব' শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে 'সচিব' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।"।

১২। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর বিলুপ্তি**।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ বিলুপ্ত হইবে।

১৩। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়িত হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌনঃপুনিক ব্যয় যোগানে সরকার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় ও উৎস হইতে বহন করিতে হইবে।"।

১৪। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত 'ট্রেজারার' শব্দের পরিবর্তে 'প্রো-ভাইস- চ্যান্সেলর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'ট্রেজারার' শব্দের পরিবর্তে 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৫। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত 'পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(ঘ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;"।

১৬। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ড' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ড' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ড' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ড' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ডের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ডের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ডের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ডের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;"।

১৮। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ;"।

১৯। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের ধারা ৪৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত 'পরীক্ষগণের জন্য' শব্দগুলির পরিবর্তে 'দুইজন পরীক্ষক থাকিবেন এবং তাহাদের মধ্যে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। **২০০৬ সনের ৪৬ নং আইনের তফসিল সংশোধন।**—উক্ত আইনের তফসিলের প্রথম সংবিধির—

(১) অনুচ্ছেদ ২ এর—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত 'সকল শিক্ষক' শব্দগুলির পরিবর্তে 'উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত সদস্য' শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) ডীন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ;

(গ) অনুষদের সকল অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণ।";

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (গ) বিলুপ্ত হইবে;

(২) অনুচ্ছেদ ৪ এর উপান্তটীকা এবং তদ্‌পরবর্তীতে উল্লিখিত "পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ড' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ড' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত 'ভাইস-চ্যান্সেলর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ড' শব্দগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে 'সিলেকশন বোর্ড' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এ উল্লিখিত 'বাছাই বোর্ডের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সিলেকশন বোর্ডের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৪) অনুচ্ছেদ ৬ এর—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) উল্লিখিত 'পরিচালক,' শব্দ ও কমার পরিবর্তে 'পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পরিচালক (বহিরাঙ্গন), পরিচালক (শরীর চর্চা শিক্ষা),' শব্দগুলি, কমাগুলি, বন্ধনীগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত 'অনুচ্ছেদ' শব্দের পরিবর্তে 'উপ-অনুচ্ছেদ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৫) অনুচ্ছেদ ৯ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে 'তিন' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৬) অনুচ্ছেদ ১১ এর —

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত 'বিভাগীয় প্রধান' শব্দগুলির পরিবর্তে 'বিভাগীয় চেয়ারম্যান' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত 'দুই' শব্দটির পরিবর্তে 'তিন' শব্দটি প্রতিস্থাপন হইবে;

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর প্রথম শর্তাংশ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত এবং দ্বিতীয় শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর সহকারী অধ্যাপকের মধ্যে হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পালাক্রমে একজনকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।";

(৭) অনুচ্ছেদ ১৯ এর—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫ বৎসর এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।";

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) বিলুপ্ত হইবে;

(৮) অনুচ্ছেদ ২৩ এর—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫ বৎসর এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ বৎসর বয়সে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী।";

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর দফা (গ) তে উল্লিখিত 'কোন শিক্ষক,' শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে 'শিক্ষকের ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি বৎসর এবং' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর দফা (ঘ) এর উপ-দফা (অ) তে উল্লিখিত 'তাঁহার বয়স ষাট' শব্দগুলি পরিবর্তে 'শিক্ষকের ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ক্ষেত্রে ষাট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd